সমকাল

তারিখ 08 NOV 2016
পৃষ্ঠা ৩ কলাম ৬

জেএসসি পরীক্ষায় নিম্নমানের খাতা!

■ কামরান সিদ্দিকী

এবারের জুনিয়র স্কুল সার্টিফিকেট (জেএসসি) পরীক্ষায় নিম্নমানের কাগজের খাতা সরবরাহের অভিযোগ উঠেছে। খসখসে হওয়ায় কাগজে দ্রুত লেখা যাচ্ছে না বলে জানিয়েছে পরীক্ষার্থীরা। কাগজ এতই পাতলা যে, মারজিন টানতে গেলে ছিঁড়ে যাচ্ছে। রাজধানীর একাধিক পরীক্ষা কেন্দ্রে সরেজমিন ঘুরে এসব অভিযোগ পাওয়া গেছে।

জেএসসি পরীক্ষার একটি কেন্দ্র রাজধানীর মতিঝিল এজিবি কলোনির টিঅ্যান্ডটি উচ্চ বিদ্যালয়। এ বিদ্যালয়ে ■ পৃষ্ঠা ১৫ : কলাম ৫

জেএসসি পরীক্ষায় নিম্নমানের

[তৃতীয় পৃষ্ঠার পর]

পরীক্ষা দিতে আসা একাধিক শিক্ষার্থী সমকালের কাছে অভিযোগ করে জানায়, যে কাগজে তারা পরীক্ষা দিচ্ছে তা খসখসে। কলম চলে না। অত্যন্ত নিম্নমানের হওয়ায় সময়মতো সব প্রশ্নের উত্তর দিতে তারা হিমশিম খাচ্ছে।

রাজধানীর তেজগাঁও সরকারি উচ্চ বিদ্যালয় কেন্দ্রে পরীক্ষা দিচ্ছে আজিজুল ইসলাম। গতকাল সোমবার 'ধর্ম ও নৈতিক শিক্ষা' বিষয়ের পরীক্ষা শেষে কেন্দ্রের সামনে তার সঙ্গে কথা হয়। সিভিল এভিয়েশন উচ্চ বিদ্যালয়ের এ শিক্ষার্থী জানায়, মূল খাতার কাগজগুলো এতই নিম্নমানের যে মাঝে মধ্যে লিখতে গিয়ে ছিঁড়ে যায়। তবে অতিরিক্ত খাতাগুলো ভালো কাগজেই দেওয়া হচ্ছে।

একই কেন্দ্রে পরীক্ষা দিচ্ছেন আইপিএইচ স্কুল অ্যান্ড কলেজের শিক্ষার্থীরা। এখানকার একাধিক শিক্ষার্থীদের সঙ্গে কথা বললে তারা জানান, কাগজগুলো পাতলা ও হালকা। মার্জিন বা দাগ টানতে গেলে ছিঁড়ে যাচ্ছে। স্কুলে তারা ফ্রেশ কাগজে পরীক্ষা দিয়ে অভ্যস্ত। অথচ এখানে দেওয়া হচ্ছে নিউজপ্রিন্ট কাগজ।

একই রকম অভিযোগ এসেছে অভিভাবকদের কাছ থেকে। মতিঝিল সরকারি বালক উচ্চ বিদ্যালয়ের এক শিক্ষার্থীর অভিভাবক সমকাল কার্যালয়ে ফোন করে জেএসসিতে নিম্নমানের কাগজ সরবরাহের কথা জানিয়েছেন। তিনি বলেন, তার ছেলে বৃত্তি পাওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। কিন্তু খসখসে কাগজে সে দ্রুত সব প্রশ্নের উত্তর শেষ করতে পারছে না। লিখতে গেলে কলম আটকে যায়। এ জন্য ছেলের বৃত্তি পাওয়া নিয়ে তিনি আশঙ্কা প্রকাশ করেন।

এ ব্যাপারে মতিঝিল টিঅ্যান্ডটি উচ্চ বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক ও ঢাকা-৫৩ কেন্দ্রের সচিব আবদুল খালেক সমকালকে বলেন, 'এ রকম অভিযোগ আমার কাছে এখনও আসেনি। সামনের পরীক্ষায় খোঁজ নেব।'

এ প্রসঙ্গে আন্তঃশিক্ষা বোর্ড সমন্বয় সাব-কমিটির সভাপতি ও ঢাকা শিক্ষা বোর্ডের চেয়ারম্যান অধ্যাপক মাহবুবুর রহমান বলেন, দেশের হিসেবে সবচেয়ে ভালো কাগজেই পরীক্ষা নেওয়া হচ্ছে। দু'একটা খাতা খারাপ থাকতে পারে। এ কাগজে জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়সহ অন্যান্য পরীক্ষাও অনুষ্ঠিত হয়। এখন থেকে এ কাগজেই পরীক্ষা হবে। তিনি বলেন, কাগজ নিয়ে আমাদের সংকটে পড়তে হয়। কর্ণফুলী পেপার মিলে কাগজ নেই। আমরা খোলা দরপত্রের মাধ্যমে বেসরকারি পর্যায় থেকে কাগজ সংগ্রহ করেছি। শিক্ষা বোর্ডগুলোই কাগজ সংগ্রহ ও সরবরাহের দায়িত্ব পালন করে বলে তিনি জানান।

গত ১ নভেম্বর থেকে জেএসসি ও জেডিসি পরীক্ষা শুরু হয়। ইতিমধ্যে পাঁচটি পরীক্ষা সম্পন্ন হয়েছে। বাকি রয়েছে আরও আটটি। ১৭ নভেম্বর পরীক্ষা শেষ হবে। তবে দুর্যোগপূর্ণ আবহাওয়ার কারণে ৬ নভেম্বর বরিশাল, চট্টগ্রাম ও কুমিল্লা বোর্ডের ইংরেজি দ্বিতীয় পত্র এবং জেডিসির ইংরেজি প্রথম পত্র পরীক্ষা স্থগিত করা হয়। জেএসসির এ তিন বোর্ডের পরীক্ষা হবে ১২ নভেম্বর একই সময়ে এবং জেডিসির পরীক্ষাটি হবে ১৯ নভেম্বর।